১৪

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ MAR 24 1999
পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ৪

অধিকাংশ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের রেজিষ্ট্রেশন নাই

রেজানুর রহমান ॥ রাজধানীসহ দেশের অধিকাংশ বেসরকারী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সরকারী রেজিষ্ট্রেশন নাই। এই ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে। অথচ অনেকেই এই নির্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন না। নগরীতে বর্তমানে কতটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল রহিয়াছে তাহার সঠিক তথ্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এমনকি শিক্ষা অধিদফতরেও নাই। একটি সূত্রের মতে, দেশে ছোট-বড় মিলাইয়া কমপক্ষে ১০টি ইংলিশ মিডিয়াম রহিয়াছে। মন্ত্রণালয়ের তাগাদা সত্ত্বেও অধিকাংশ স্কুল রেজিষ্ট্রেশন না করিয়া যে যেমনভাবে পারে স্কুল পরিচালনা করিতেছে।

রেজিষ্ট্রেশন অব প্রাইভেট স্কুলস অর্ডিন্যান্স ১৯৬২-এর তিন ধারায় বেসরকারী স্কুলসমূহকে বাধ্যতামূলকভাবে রেজিষ্ট্রেশন করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি এই ধারার উল্লেখ করিয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে জারিকৃত এক সার্কুলারে বলা হইয়াছে, "লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, অনেক বেসরকারী ইংরেজী মিডিয়াম স্কুল অর্থাৎ নার্সারী, প্রিপারেটরী এবং কিন্ডার গার্টেন স্কুল (জুনিয়র কেমব্রিজ এবং

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

অধিকাংশ ইংলিশ মিডিয়াম

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সিনিয়র কেমব্রিজ বা সমমানের সার্টিফিকেট অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ) কোন প্রকার রেজিষ্ট্রেশন ছাড়াই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করিতেছে। ইহা আইনের পরিপন্থী ও আইনতঃ দন্ডনীয়। অতএব যাহারা রেজিষ্ট্রেশনবিহীন স্কুল পরিচালনা করিতেছেন তাহাদেরকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হইল।ঃ

যুগের চাহিদা অনুযায়ী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে অসংখ্য ইংরেজী মিডিয়াম স্কুল গড়িয়া উঠিয়াছে। অনেক স্কুল নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করিতেছে। আবার কোন কোন স্কুল বাহিরের জৌলুস-চাকচিক্য প্রদর্শন করিয়া ইংরেজী শিখানোর নামে ব্যবসা করিতেছে। প্রায় দুই বৎসর পূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার ব্যাপারে একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এই ব্যাপারে কোন অগ্রগতি হয় নাই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, ১৯৬২ সালে প্রণীত রেজিষ্ট্রেশন অব স্কুলস অর্ডিন্যান্সের সংশ্লিষ্ট ধারার আলোকে কিন্ডার গার্টেনের ব্যাপারে একটি আধুনিক নীতিমালার রূপরেখা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহা বাস্তবায়নের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কাহারও কোন আগ্রহ নাই। মন্ত্রণালয়ের যে কর্মকর্তা রেজিষ্ট্রেশন করার ব্যাপারে নূতন করিয়া সার্কুলার জারি করিয়াছেন তাহার নিকটও বেসরকারী ইংরেজী মাধ্যম স্কুলসমূহের সঠিক কোন তথ্য নাই। ইংরেজী মাধ্যম স্কুলসমূহের ব্যাপারে কাহারও কোন বিদ্বেষ নাই। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটি নীতিমালা থাকা উচিত। শুধু নীতিমালা না থাকায় যখন খুশি তখনই নগরীর ভাড়া বাড়ীতে স্কুল খোলা হইতেছে। অধিকাংশ স্কুলের সিলেবাসে মহান মুক্তিযুদ্ধ, দেশের স্বাধীনতা এমনকি দেশের ঐতিহ্যও স্থান পাইতেছে না। ইংরেজী মাধ্যমের স্কুলসমূহের ব্যাপারে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সংক্ষিপ্ত একটি সিলেবাস প্রস্তুত করার উদ্যোগ নিয়াছিল। কিন্তু রহস্যজনক কারণে এই ব্যাপারেও কোন অগ্রগতি হয় নাই।

একটি সূত্রে জানা যায়, দেশে প্রায় শতাধিক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ঢাকায় ২১টিস্ব চট্টগ্রামে ৪টি, সিলেটে ৩টি, খুলনায় ১টি স্কুলের পড়াশুনার মান খুবই উন্নত। তবে এইসব স্কুলও রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম সমাধা করে নাই।